কালের কণ্ঠ

তারিখ 23 JAN 2014
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

বরিশালে সাত কোটি টাকার টেন্ডার

অর্ধেকের জন্য ১০৬ ঠিকাদারের লড়াই, বাকি কাজ ছাত্রলীগের

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল ▶

প্রায় সাত কোটি টাকা ব্যয়ে ১১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছিল শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ। ওই (১১ গ্রুপ) কাজের বিপরীতে ১০৬টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছিল। সব ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে পাঁচ গ্রুপের কাজ পেতে। অন্য ছয়টি গ্রুপের বিপরীতে একক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অংশ নেওয়ায় সেগুলোতে লটারি হচ্ছে না। ফলে ওই গ্রুপগুলোতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাজ পাচ্ছেন ঠিকাদাররা। ভাগ্যবান ওই সব ঠিকাদারের সবাই সরকারি দলের নেতা-কর্মী।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগের ঠিকাদারি কারা পাচ্ছেন, তা নির্ধারণ করছেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা। তাঁদের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী ছয় গ্রুপের কাজ ইতিমধ্যেই নেতা-কর্মীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। যাঁরা কাজ পাচ্ছেন, তাঁরা সবাই ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তালিকার বাইরে থেকেও যুবলীগের সদস্য সেজান কাজ পেতে তদবির করেছেন। এমনকি তিনি নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবনে গিয়ে ছাত্রলীগের কর্মীদের হাতে হামলার শিকার হয়েছেন। গত মঙ্গলবার নগরের জর্ডন রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

যুবলীগ-ছাত্রলীগের সংঘর্ষের নেপথ্য : দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চতুর্থ গ্রুপের (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ) ঠিকাদারি কাজ ফয়সাল আহমেদ মুন্নাকে মৌখিকভাবে দেওয়া হয়েছিল। মুন্না সরকারি বিএম কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের সমন্বয়ে ছাত্র কর্মপরিষদের (ছাত্র সংসদ) ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক। কিন্তু দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে মহানগর যুবলীগের সদস্য সেজান কাজ পেতে তদবির করেন। সে অনুযায়ী সেজান ওই গ্রুপে (চতুর্থ) দরপত্র দাখিল করেন। কিন্তু ওই দরপত্রের সঙ্গে কোনো পে-অর্ডার ছিল না।

দলীয় কর্মীদের ভাষ্য মতে, সেজান পে-অর্ডার জমা দিতে মঙ্গলবার নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে যান। কিন্তু সে দিন প্রকৌশলী তাঁর সরকারি বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। মুঠোফোনে যোগাযোগের পর সেজান তাঁর সরকারি বাসভবনে যান। বিষয়টি মুন্নার অনুসারীরা টের পেয়ে তারাও ওই বাসভবনে প্রবেশ করে। নির্বাহী প্রকৌশলীর উপস্থিতিতেই দুই পক্ষের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। এর একপর্যায়ে মুন্নার অনুসারী ছাত্রলীগের কর্মীরা সেজানকে মারধর করে। পরে পুলিশ গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে।

ভাগ্যবান সব দলীয় কর্মী : নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে জানা গেছে, প্রায় সাত কোটি টাকা ব্যয়ে ১১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছিল শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ। দরপত্র জমাদানের শেষদিন সোমবার ওই কাজের বিপরীতে ১০৬টি পিডিউল জমা পড়ে। এর মধ্যে ছয়টি কাজের বিপরীতে ১০১টি দরপত্র জমা পড়েছে। শুধু ১১ নম্বর গ্রুপে দুটি দরপত্র জমা পড়ে। ছাত্রলীগের নেতাদের অথৈ এন্টারপ্রাইজ নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সদ্য নির্বাচিত সংসদ সদস্য টিপু সুলতানের এক অনুসারীর প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

আগামী রবিবার লটারি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তবে লটারিতে অংশ না নিয়েই আগেভাগেই কাজ পাচ্ছে চারটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। কারণ ওই সব ঠিকাদারি কাজের বিপরীতে (২, ৪, ৭ ও ৮ নম্বর গ্রুপ) একক প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা দিয়েছে। বিধি অনুযায়ী, চারটি গ্রুপে একাধিক দরপত্র জমা না পড়ায় সেগুলোতে কোনো লটারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। ফলে ওই গ্রুপগুলোতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাজ পাচ্ছেন ঠিকাদাররা।

কাজ পেতে যাচ্ছেন এমন ভাগ্যবানের তালিকায় রয়েছেন জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আ. রাজ্জাকের মেসার্স মাদার ইঞ্জিনিয়ারিং, ফয়সাল আহম্মেদ মুন্নার নাহিদ কনস্ট্রাকশন, ছাত্র কর্মপরিষদের নাট্য সম্পাদক কাজী মিলনের আলমগীর এন্টারপ্রাইজ, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান মাহমুদ বাবুর মল্লিক এন্টারপ্রাইজ। এ ছাড়া হাতেম আলী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল ইসলাম বাপ্পি, সহসভাপতি এ্যানজেল এবং ২৩ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সভাপতি রেজবী আহম্মেদ একটি গ্রুপের যৌথভাবে কাজ পেতে চেষ্টা করছেন।

ছাত্রলীগের ওই তিন নেতা যৌথভাবে 'অথৈ এন্টারপ্রাইজ' নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১১ নম্বর গ্রুপের দরপত্র দিয়েছিল। কিন্তু ওই গ্রুপের কাজটি বরিশালের বাবুগঞ্জে হওয়ায় সেখানকার সদ্য সংসদ সদস্য টিপু সুলতান দলীয় কর্মীকে কাজটি দিতে আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা করছেন। সমঝোতার অংশ হিসেবেই ওই গ্রুপে সংসদ সদস্যের অনুসারী এক কর্মী দরপত্র জমা দিয়েছেন। ফলে ছাত্রলীগের কর্মীদের যৌথভাবে কাজ পাওয়ার বিষয়টি এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য : একেকভাবে দরপত্র জমা দিয়ে যাঁরা কাজ পেতে যাচ্ছেন, তাঁরা স্বীকার করেছেন সমঝোতার মাধ্যমে এটি তাঁরা করেছেন। সমঝোতার বাইরে গিয়ে যুবলীগের এক সদস্য দরপত্র জমা দিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে তাঁরা জানিয়েছেন। তাঁরা বলছেন, সমঝোতার পর অন্য সাতটি গ্রুপের কাজের বিপরীতে স্বচ্ছ লটারি অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে অনেক সাধারণ ঠিকাদার অংশ নিয়েছেন। তবে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আ. রাজ্জাক বলছেন, তিনি ঠিকাদারি কাজে অংশ নেননি। তবে দলীয় এক কর্মী তাঁর প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র জমা দিয়ে দরপত্রে অংশ নিয়েছেন।

বরিশাল শিক্ষা প্রকৌশলের সহকারী প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, ১১টি গ্রুপের কাজের মধ্যে চারটি গ্রুপে একক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। দরপত্র বাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরাই কাজ পাচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে ওই চারটি গ্রুপের কাজের বিপরীতে লটারি হচ্ছে না। তবে অন্য সাতটি গ্রুপের কাজের বিপরীতে লটারি অনুষ্ঠিত হবে। ১০৪টি দরপত্রের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে সাতটি প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া হবে।